

## বায়ু ও শব্দ দূষণ এবং আমাদের করণীয়

শুকনা মৌসুমে বায়ু দূষণ শুরু হয় আর শব্দ দূষণ বছরজুড়ে চলতে থাকে যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। প্রতিবছর অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত বায়ু দূষণ মৌসুম অব্যাহত থাকে। বায়ু ও শব্দ দূষণ রোধে উন্নয়ন সহযোগী বিশ্ব ব্যাংক এর অর্থায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সরাসরি বাস্তবায়নাধীন ইম্প্রুভমেন্ট অব আরবান পাবলিক হেলথ প্রিভেন্টিভ সার্ভিসেস প্রজেক্ট (আইইউপিএইচপিএসপি) ইতোমধ্যে ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, সাভার এবং তারাবো পৌরসভা, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ এলাকাতে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

**যে কারণে বায়ু দূষণ হয়ঃ** বাতাসে ক্ষতিকর গ্যাস ধূলাবালি, ধোঁয়া, রাসায়নিক কণা বা দুর্গন্ধ, মানবসৃষ্ট বর্জ্য হতে নির্গত গন্ধ যা বায়ু দূষণ করে এবং মানুষের স্বাস্থ্য, পরিবেশ, কৃষি ও জলবায়ুর উপর সরাসরি ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। যানবাহনের কালো ধোঁয়া, বর্জ্য পোড়ানোর ফলে সৃষ্ট ধোঁয়া, কলকারখানার বর্জ্য, ইটভাটা থেকে নির্গত ধোঁয়া, কৃষি জমিতে ব্যবহৃত কীটনাশক ও রাসায়নিক সার এর ব্যবহার। এছাড়া গুঁড় আবহাওয়া বায়ু দূষণের অন্যতম কারণ।

**বায়ু দূষণের ফলে মানব দেহে সাধারণত যে ক্ষতি হয়ঃ** বায়ু দূষণের ফলে মানবদেহে যে ক্ষতি হয় এরমধ্যে শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, চোখ জ্বালাপোড়া করা, ফুসফুসের প্রদাহ, হৃদরোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি, ফসল উৎপাদন হ্রাস পাওয়া, জলবায়ুর নেতিবাচক পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্যের বংশ বৃদ্ধি হ্রাস পাওয়া অন্যতম।

**বায়ু দূষণ রোধে আমাদের করণীয়ঃ** আমরা নিজেদের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ পৃথিবী বিনির্মাণে বায়ু ও শব্দ দূষণ রোধে যে কাজগুলি সহজেই করতে পারি, তাহলো-ফিটনেসবিহীন গাড়ী ব্যবহার না করা, বর্জ্য উন্মুক্ত জায়গায় বা বসতি এলাকাতে না পোড়ানো, নির্মাণ নিরাপত্তাজনিত নেট ব্যবহার ও পানি ছিটিয়ে ধুঁলা কমানো ও নিয়মিত পানি ছিটানো, পরিত্যক্ত/খোলা জায়গায় বনজ, ফলদ ও ঔষধী গাছ রোপন, মাস্ক পরিধান করা, কমিউনিটির সকল মানুষকে সচেতন করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রম পরিচালনা করা, মানব স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পরিবেশ রক্ষা, সর্বোপরি মানুষের জীবন যাপনের অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমেই কেবল বায়ু ও শব্দ দূষণ কমানো সম্ভব।

**শব্দ দূষণ এবং আমাদের করণীয়ঃ** শব্দ দূষণ হলো পরিবেশে অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় শব্দের উপস্থিতি, যা মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। যানবাহনের হর্ন, নির্মাণকাজ, লাউডস্পিকার, কারখানার যন্ত্রপাতি, জেনারেটর ইত্যাদি শব্দ দূষণের প্রধান উৎস। শব্দ দূষণের ফলে যে ক্ষতি হয় তা নিম্নরূপ:

**শব্দ দূষণের ফলে যে ক্ষতি হয়ঃ** শ্রবণশক্তি হ্রাস পাওয়া, মাথাব্যথা, ক্লান্তি, মানসিক চাপ, শিশুদের পড়াশোনার ক্ষতি, ঘুমের ব্যাঘাত, হৃদরোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি, কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া ইত্যাদি।

**শব্দ দূষণ রোধে করণীয়ঃ** শব্দ দূষণ রোধে আমরা যে পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করতে পারি তাহলো: অকারণে হর্ন বাজানো বন্ধ করা, নীরব অঞ্চল (স্কুল, হাসপাতাল, আদালত) এলাকায় হর্ন নিষিদ্ধ করা, গাড়ির সাইলেঞ্জার ঠিক রাখা, গণপরিবহন ও মোটরসাইকেলে লাউড হর্ন ব্যবহার না করা, নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা (সকাল ৮টা-রাত ৮টা), কারখানার শব্দ নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, শব্দ কমায় এমন যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া। সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মাইক বা সাউন্ড সিস্টেমের শব্দ কমিয়ে ব্যবহার করা, নিজের বাড়িতে অতিরিক্ত শব্দ তৈরি না করা (লাউড মিউজিক, টিভি), প্রতিবেশীদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করা। সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার মাধ্যমে নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা ক্যাম্পেইন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সড়কে পানি ছিটানো, গণসচেতনতা সভা, র্যালি, পোস্টার-ব্যানার বিতরণ, বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার আয়োজন করা, বিদ্যালয়, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সচেতনতামূলক ক্লাস বা সেমিনারের আয়োজন করা। টিভি, রেডিও, পত্রিকায় পরিবেশ-বান্ধব আচরণ নিয়ে প্রচার, ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটকসহ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে ছোট ভিডিও। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শব্দ দূষণ বিরোধী শিক্ষাদান, জনসচেতনতামূলক সভা, র্যালি, আলোচনাসভা পরিচালনা, স্কুল-কলেজে “নো হর্ন ডে” আয়োজন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার। সর্বোপরি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ পৃথিবী বিনির্মাণে আমাদেরকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে, আর এজন্য বায়ু ও শব্দ দূষণ রোধে আমাদেরকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।



গাড়ি থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া, স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর



আর নয় শব্দ দূষণ, আমরা চাই সুস্থ জীবন



মাস্ক ব্যবহার করুন, দূষিত বায়ু থেকে বাঁচুন।

**ইম্প্রুভমেন্ট অব আরবান পাবলিক হেলথ প্রিভেন্টিভ সার্ভিসেস প্রজেক্ট (আইইউপিএইচপিএসপি)**

**স্থানীয় সরকার বিভাগ**

**স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়**

<https://iuphpsp.lgd.gov.bd>